অনুচ্ছেদ ১৩ বাংলায় সে একটা অপূর্ব দিন আসিয়াছিল। আশার রঙীন নেশায় বাঙালীর ছেলেরা তখন ভরপুর। "লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারো ঋণ।" কোন্ দৈব স্পর্শে যেন বাঙালীর ঘুমন্ত প্রাণ সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন্ অজানা দেশের আলোক আসিয়া তাহার মনের যুগ-যুগান্তরের আঁধার যেন মুছিয়া দিয়াছিল। "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।"—রবীন্দ্রনাথ যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা সেই সময়কার বাঙালী ছেলেদের ছবি। সত্যসত্যই তখন একটা জ্বলন্ত বিশ্বাস আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমরাই সত্য; ইংরেজদের তোপ, বারুদ, গোলাগুলি, পল্টন, মেশিনগান-ওসব শুধু মায়ার ছায়া! এ ভোজবাজির রাজ্য, এ তাসের ঘর—আমাদের এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে। নিজেদের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম; মনে হইত যেন দেশের প্রাণ-পুরুষ আমাদের হাত দিয়া তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেছেন।

হু হু করিয়া দিন দিন যুগান্তরের গ্রাহকসংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার, দশ হাজার হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে ঠেকিল। ছোট প্রেসে ত' আর অত কাগজ ছাপা চলে না। লুকাইয়া অন্য প্রেসে ছাপান ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না।

ঘরের কোণে একটা ভাঙা বাক্সে 'যুগান্তর' বিক্রয়ের টাকা থাকিত। তাহাতে চাবি লাগাইতে কখনও কাহাকেও দেখি নাই। কত টাকা আসিত আর কত টাকা খরচ হইত, তাহার হিসাবও কেহ লইত না। 'যুগান্তর' অফিসে অনেকগুলি ছেলেও মাঝে মাঝে আসিয়া খাইত ও থাকিত। তাহাদের বাড়ি কোথায়, তাহারা কি করে, এ সংবাদ বড় কেহই রাখিত না। এইটুকু শুধু জানিত যে, তাহারা 'স্বদেশী' সুতরাং আমাদের আত্মীয়।

—নির্বাসিতের আত্মকথা : উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—*নির্বাসিতের আত্মকথা : উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়*

প্রশ্ন ১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) "লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে।" — কারা, কেন শঙ্কা মানে না?

(খ) "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন" —রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই লাইনে আমাদের মনে কাদের ছবি ভেসে ওঠে?

(গ) সত্যসত্যই তখন কী জ্বলন্ত বিশ্বাস জেগে উঠেছিল?

(ঘ) *যুগান্তর*–এ বিপ্লবীদের নিজেদের লেখা দেখে নিজেরা কী মনে করতেন?

(ঙ) এক বছরের মধ্যে 'যুগান্তর'-এর প্রচারসংখ্যা কত বেড়েছিল?

(চ) *যুগান্তর* বিক্রির চাপ কোথায়, কীভাবে থাকত?

(ছ) *যুগান্তর* অফিসে মাঝে মাঝে যেসব ছেলে এসে খেত ও থাকত তাদের সম্পর্কে কর্মকর্তাদের মনোভাব কেমন ছিল?

প্রশ্ন ২। নীচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্যরচনা করো :

(ক) শঙ্কা : _____।

(খ) ভৃত্য : _____।